নীতির প্রশ্নে আপোসহীন
দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখঃ ০৮/০৫/২০২৪ (পৃষ্ঠাঃ ১৬, ১৫)

রাজশাহীর পুঠিয়ায় ব্রির চারটি নতুন জাতের ধানের খেত পরিদর্শন করেন ব্রি ও জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তারা *–জনকণ্ঠ*

বঙ্গবন্ধু- ১০০ জাতসহ চার ধানে নতুন সম্ভাবনা

স্টাফ রিপোর্টার, রাজশাহী ॥ বংশপরম্পরায় স্থানীয় জাতের ধান চাষে লাভের মুখ দেখা যেন অমবস্যার চাঁদ। অতিরিক্ত সার-যত্ন দিয়ে ফসল ফলিয়ে খরচ উঠলেও কৃষকরা কাঙ্ক্ষিত লাভ পাচ্ছেন না। এ অবস্থায় বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) কৃষকদের আর্থিক লাভ ও খাদ্য নির্ভরতার লক্ষ্যে ৪টি নতুন জাতের ধান উদ্ভাবন করেছে।

রাজশাহীর পুঠিয়া উপজেলার গন্ডগোহালী গ্রামের কৃষকরা এই ধান চাষ করে চাহিদার চেয়েও বেশি ফলন পেয়েছেন। এতে কৃষকদের আর্থিক লাভের পাশাপাশি পুষ্টিগুণেও ভরপুর এই জাতের ধান বিদেশে রপ্তানির সম্ভাবনাও জুগিয়েছে। ব্রি উদ্ভাবিত এই জাতগুলো হলো বঙ্গবন্ধু-১০০, ব্রি ধান-১০২, ব্রি ধান-১০৪ ও ব্রি ধান-১০৫। এর মধ্যে ব্রি ধান-১০৫ এই জাতের ধানের চালকে বলা হয় ডায়াবেটিক চাল। কারণ

রাজশাহীতে ব্রির ধান কাটা ও কৃষক সমাবেশ

ডায়াবেটিক রোগীরা এই চালের ভাত ইচ্ছেমতো খেতে পারবেন বলে কৃষিবিদরা জানিয়েছেন।

চলতি বোরো মৌসুমে পুঠিয়ার গন্ডগোহালী গ্রামে পার্টনার প্রকল্পের অর্থায়নে ও রাজশাহী *(১৫ পৃষ্ঠা ৩ কঃ দেখুন)*

বঙ্গবন্ধু- ১০০

(১৬-এর পৃষ্ঠার পর)

ব্রি'র তত্ত্বাবধানে ৬৬ কৃষকের প্রায় ৮০ বিঘা জমিতে উদ্ভাবিত ৪টি জাতের ধান লাগানো হয়। রাজশাহী ব্রি জানায়, স্থানীয় জাতের তুলনায় এই ৪ জাতের বীজে বিঘায় ৫-৬ মণ ধান বেশি উৎপাদিত হওয়ায় অন্য কৃষকরাও এই ধান চাষে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

সোমবার বিকেলে ব্রি'র রাজশাহী আঞ্চলিক কার্যালয়ের আয়োজনে স্থানীয় চার শতাধিক কৃষককে নিয়ে প্রদর্শনীর ধান কর্তন ও কৃষক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহীকে খাদ্যে উদ্বৃত্ত জেলায় পরিণত করতে উচ্চফলনশীল জাত চাষাবাদে উদ্বুদ্ধকরণে কৃষকদের নিয়ে এই সমাবেশের আয়োজন করা হয়।

দৈনিক জনকণ্ঠ
নীতির প্রশ্নে আপোসহীন
তারিখঃ ০৮/০৫/২০২৪ (পৃষ্ঠাঃ ০৩)

অনেক ফসল উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে নেতৃত্ব দিচ্ছে

নেদারল্যান্ডসে কৃষিমন্ত্রী

বিশেষ প্রতিনিধি ॥ চাল, শাক-সবজি, আমসহ অনেক ফসল উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে নেতৃত্ব দিচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুস শহীদ। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকারের অব্যাহত কৃষিবান্ধব নীতির কল্যাণে ২০০৯ সাল থেকে কৃষি উৎপাদন ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশ প্রধান খাদ্যশস্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা ধরে রাখতে পেরেছে এবং কিছু শাকসবজি, ফলমূল এবং মাছ উৎপাদনে বিশ্বে শীর্ষস্থানে উঠে এসেছে ও নেতৃত্ব দিচ্ছে। কৃষিখাতে বিশাল ভর্তুকি প্রদান, গবেষণার মাধ্যমে কৃষিতে উদ্ভাবন, আধুনিক প্রযুক্তির সম্প্রসারণ এবং যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে এই অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে।

সোমবার সন্ধ্যায় নেদারল্যান্ডসের ওয়াগেনিঙেন বিশ্ববিদ্যালয় ও রিসার্চে 'বাংলাদেশের কৃষির রূপান্তর ও ভবিষ্যৎ সহযোগিতা' শীর্ষক গোলটেবিল আলোচনায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ ও টেকসই সরবরাহ ব্যবস্থা (সাপ্লাই চেইন) গড়ে তোলা এখন আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। পর্যাপ্ত সংরক্ষণাগারের অভাব ও প্রক্রিয়াজাতকরণ বা ভ্যালু চেইন ব্যবস্থা শক্তিশালী না হওয়ায় ফসল তোলার পর অনেক অপচয় হচ্ছে। এতে কৃষকেরা অনেক সময় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। তিনি বলেন, নেদারল্যান্ডসের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতার ক্ষেত্রে কৃষিখাত আমাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। বাংলাদেশের কৃষিকে রূপান্তরের মাধ্যমে টেকসই ও লাভজনক করতে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। এক্ষেত্রে নেদারল্যান্ডসের কিছু যুগান্তকারী প্রযুক্তি, উদ্ভাবন ও গবেষণা বাংলাদেশে প্রবর্তন করা হবে।

কৃষি মন্ত্রণালয় এবং নেদারল্যান্ডসের বাংলাদেশ দূতাবাস কৃষি উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট বৈশ্বিক অংশীজন ও কৃষি ব্যবসায়ীদের নিকট বাংলাদেশের কৃষিখাতের সম্ভাবনা ও বিনিয়োগের সুযোগ তুলে ধরতে এ গোলটেবিল আলোচনার আয়োজন করে। ওয়াগেনিঙেন বিশ্ববিদ্যালয় এবং কানাডার সাস্কাচুয়ান বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্লোবাল ইনস্টিটিউট ফর ফুড সিকিউরিটি এ অনুষ্ঠান আয়োজনে সহযোগিতা করেছে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা, কৃষি বিশেষজ্ঞ, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ও বেসরকারি খাতের ২০০ এর বেশি প্রতিনিধি এ আলোচনায় অংশ নেন। সভায় বাংলাদেশের কৃষিখাতকে ঝুঁকিমুক্ত, টেকসই, লাভজনক এবং প্রান্তিক কৃষক ও উদ্যোক্তাদের জন্য টেকসই করতে সার্বিক সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন প্রধান বৈশ্বিক অংশীদারগণ।